Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : VIII Issue : V, 15th, August,2019 শ্রাবণ, ১৪২৬,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের অভিবাদন

'বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গা পেয়ারা ঝান্ডা উঁচা রহে হমারা'

- বিশেষ বিজ্ঞপ্তি -

চতুর্দশ সম্মেলনে আমাদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের সংস্থায় ১ লক্ষ টাকা বিশেষ চাঁদা/অনুদান দিয়েছেন। যে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক বা দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানরত তাদের জন্য উক্ত টাকা থেকে ব্যাঙ্কের সুদের টাকায় কম্বল বা অন্যকিছু বিলি করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার কথা জানিয়েছেন, সাথে তিনি এ কথাও বলেছেন যে অবস্থার খাতিরে যদি সংস্থায় কোন সংকট উপস্থিত হয় একমাত্র সেক্ষেত্রেই অনুদানের টাকা তুলে খরচ করা যাবে। ইতিমধ্যেই ওই টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড় ডিপোজিটে জমা করা হয়েছে।

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ

জন্ম - ১৫ অগাষ্ট, ১৮৭২,

মৃত্যু - ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫০

রাষ্ট্রপতি শ্রীরামনাথ কোবিন্দ দ্বারা সম্মানিত বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী

রমাপ্রসন্ন দত্ত

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের একজনের সাথে সম্প্রতি দেখা হয়েছিল উত্তর কলকাতার এক বৃদ্ধাবাসে। উনি শ্রী বিনোদ বিহারী রায়, বর্তমানে বয়স ৯৪ বৎসর, জন্ম ঢাকা শহরে, ১লা আগষ্ট ১৯২৫ পিতা গোবিন্দ চন্দ্র রায় শিক্ষকতা করতেন, মা সুঁরবালা শ্রীহট্ট জেলা নিবাসী। পড়াশোনা শুরু ঢাকায় কে. এল. জুবিলি স্কুলে, এরপর জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। তখন থেকেই ছাত্রাবস্থায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন অনুশীলন সমিতির আদর্শে ও মতবাদে। সেই সময়ের স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিদেশি শাসকদের থেকে দেশকে মুক্ত করার আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকায় প্রাণপুরুষ ও বরণীয় নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, তাঁদের কয়েকজন হলেন, রবি বোস, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত ও স্বদেশ নাগ - এর মতো প্রথিতযশা নেতৃবৃন্দ। বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন এবং তৎকালীন ইংরেজ শাসকের দ্বারা চরম শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হন। ইংরেজকে ভারত ছাড়ার যে ডাক দেওয়া হয় ১৯৪২ সনে তাতে তিনি কিশোর বয়সে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ১৯৪৩ সনে তাঁকে বিচারের পর ২২ মাস ঢাকা জেলে বন্দী করে রাখা হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জেলের ফটক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক বছর গৃহবন্দী করা হয়। এরপর ঢাকা শহরে ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে তিনি যুক্ত হন এবং ওই

Scanned by CamScanner

স্থানে সহযোদ্ধা পুলিন বসাক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ভাগ্যক্রমে বিনোদবাবু আহত অবস্থায় রক্ষা পান। এরপর নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন।

দেশের স্বাধীনতার পর বাঁচার তাগিদে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। লিপিকা রানী রায়কে বিবাহ করেন ১৯৬০সনে। বর্তমানে তাঁর দুই পুত্র। একজন কর্ম উপলক্ষ্যে আমেরিকায়, অপর পুত্র থাকেন জামশেদপুরে। উনি বলেন স্ত্রী বিয়োগের পর আর সংসারে থাকতে ইচ্ছে করে না, সেই জন্য আমেরিকা প্রবাসী ছেলে তাঁকে এই বৃদ্ধাবাসে থাকার ব্যবস্থা করেছে। ছেলেরা সময়মতো তাঁকে দেখে যায় বৃদ্ধাবাসে।

বর্তমান ও সেই সময়ের রাজনীতির বিষয় তাঁর মত জানতে চাইলে বলেন - 'আমাদের সময় আমরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, তার বিনিময়ে পেয়েছিলাম ইংরেজ শাসকের অত্যাচার ও নিপীড়ন। আর দু'চোখে স্বপ্ন দেখেছিলাম দেশের স্বাধীনতা। আর আজকে দেখি, ব্যক্তিস্বার্থটাই যেন বড় হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেম, এখন সেটা তো গৌণ হয়ে গিয়েছে।'

-ঃ শ্রদ্ধায় স্মরণে ঃ-

জন্ম - ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮
মৃত্যু - ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

কবিগুরুর শেষ লেখা কবিতা

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসে ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত।
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জল।
বাঁহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়।
আপন লোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পরে না তারে প্রবঞ্চিতে।
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে,
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

-ঃ স্মরণে কমরেড ঃ-

অজয় মুখার্জী

পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা কমরেড অজয় মুখার্জী গত ২৪শে জুলাই, ২০১৯, বুধবার ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৮ সালে।

১৯৮৯ সালে কর্মজীবন থেকে অবসরের পর ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালে পরপর ৪ বার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর সিপিআই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন।

Scanned by CamScanner

-ঃ চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্ট ঃ-

প্রতিবেদক - শ্রী স্নেহাংশু চাকদার

২৯ জুলাই ২০১৯ সোমবার সংস্থার চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। সভাপতিও উপস্থিত সহ সভাপতিবৃন্দকে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী গঠিত হয় এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রী পেলব মুখার্জী।

শোক প্রস্তাব পাঠ করেন শ্রী দীপেশ মিত্র। পরবর্তীতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, ভালবাসাও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। সুস্থশরীর আর মন নিয়ে নিজেদের অবস্থান সুন্দর করে তোলার জন্য যে সংগ্রাম আপনারা করছেন তার জন্য ভালবাসা জানান। তিনি বলেন পুনরায় মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। সবই ঠিক আছে কেবল দেশের নাগরিকদের কোন আর্থিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অর্থনৈতিক মন্দার দিকে দেশ এগিয়ে চলছে। অন্য দিকে বেড়েছে গত ৫ বছরে বেকার মানুষের সংখ্যা আর বয়স্ক নাগরীকদের কথাও ভাবাই যায় না।

দেশের শোচনীয় হালের সাথে তালে মিলিয়ে প্রবীণদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বয়স্কদের চিকিৎসার জন্য কোনরকম কোন ব্যবস্থা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বয়স্কদের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সংস্থা আজও অপ্রতুল। এর বাইরে বয়স্কদের জন্য সুলভমূল্যে বাসস্থান/বৃদ্ধাশ্রম প্রায় নেই বললেই হয়। পারিবারিক হিংসায় প্রবীণদের জীবন ধারণ করাই অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য প্রয়োজন সমাজ চেতনা আধুনিক চেতনা সমৃদ্ধ জন সমষ্টি। পশ্চিম বাংলার প্রবীণদের জন্য গঠিত সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে ওয়েষ্টবেঙ্গল সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম নামে একটি সংগঠন তৈরী করে প্রবীণদের কল্যাণে তারা কাজ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এ ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের সংস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন আমাদের সহযোগিতায় মিলিত শক্তি নিয়ে প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণে যথাযোগ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে আর্থিক সংকটের কারণে অনেক কাজই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাই আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

আমাদের বন্ধুপ্রতীম সংগঠন Peoples Relief Committee কর্মকর্তা শ্রী রাধারমণ দাঁ উপস্থিত হয়ে সংস্থার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সমাজের অবক্ষয়ের কথা উল্লেখ করে কিভাবে সুস্থ, সুন্দরভাবে চলা যায় তার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান।

P.R.C কে তাদের নির্মিত বৃদ্ধাবাসের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ২০০০ টাকার চেক শ্রী রামরমণ দা - মহাশয়ের হাতে তুলে দেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। তাছাড়া উপস্থিত হতে না পেরে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন - ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিনিয়ার সিটিজেন ফোরাম, প্রবীন সম্মেলনী চন্দননগর, সোদপুর সিনিয়র সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশান, বহরমপুর প্রবীণ সভা প্রমুখ। তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়। ১৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন স্নেহাংশু চাকদার এবং তা সভায় অনুমোদিত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র।

২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী, তাছাড়া ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের জন্য আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তি করণের প্রস্তাব, ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের জন্য হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তি করনের প্রস্তাব, ২০১৯-২০ সালের জন্য সংস্থার প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের বাজেট, বয়স্ক নাগরিকদের কল্যাণে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী এবং প্রবীণ প্রবীণাদের বিশেষ পরিষেবা প্রদানের প্রস্তাব সম্মেলন পেশ করা হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ উত্থাপিত অন্যান্য প্রস্তাবের উপর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আলোচনা করেন এবং উপরোক্ত সমস্ত বিষয় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র ২০১৯-২০ সালের জন্য জয় ইউনিয়নের ১/৩ সদস্য সহ মোট ৫০ জন সদস্যকে নিয়ে সংস্থার পরিচালন কমিটি এবং আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে ৪ জনের নাম নিয়ে কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। কমিটির

Scanned by CamScanner

সদস্যদের নামের তালিকা (১) শ্রী পেলব মুখার্জী (সভাপতি) (২) শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য (সহ-সভাপতি) (৩) শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী (সহ-সভাপতি) (৪) ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল (সহ-সভাপতি) (৫) শ্রী সনৎ লাহিড়ী (সহ-সভাপতি) (৬) শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় (সহ-সভাপতি) (৭) ডাঃ মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইত (সহ-সভাপতি) (৮) ডাঃ এম. কে. মাহেশ্বরী (৯) শ্রী অশোক রঞ্জন ধর (সহ-সভাপতি) (১০) শ্রীমতি রাধা দত্ত (সহ-সভাপতি) (১১) শ্রীমতি মায়া দাস (সহ-সভাপতি) (১২) শ্রী মৃণাল দত্ত (সহ-সভাপতি) (১৩) শ্রী দীপেশ মিত্র (সম্পাদক) (১৪) শ্রী স্নেহাংশু চাকদার (সহ-সম্পাদক) (১৫) শ্রী সুরেশ কুমার দীক্ষিত (সহ-সম্পাদক) (১৬) ডঃ বীরেন মজুমদার (সহ-সম্পাদক) (১৭) শ্রীমতি উমা সাহা (সহ-সম্পাদক) (১৮) শ্রী প্রণব কুমার সরকার (সহ-সম্পাদক) (১৯) শ্রী কমল সরকার (সহ-সম্পাদক) (২০) শ্রী নারায়ণ ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ) (২১) শ্রী দেবব্রত নাগ (সদস্য) (২২) শ্রী নারায়ন দাস (সদস্য) (২৩) শ্রী পার্থ প্রতিম চ্যাটার্জী (সদস্য) (২৪) শ্রী বুলবুল সিং (সদস্য) (২৫) শ্রী ঋষিকেশ দাস (সদস্য) (২৬) শ্রী মনোজ কান্তি রায় চৌধুরী (সদস্য) (২৭) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী (সদস্য) (২৮) শ্রী সুনীল চন্দ্র দে (সদস্য) (২৯) শ্রী রমা প্রসন্ন দত্ত (সদস্য) (৩০) শ্রী মাখন ঘোষ (সদস্য) (৩১) শ্রী দেবব্রত দত্ত (সদস্য) (৩২) শ্রী মনোরঞ্জন তালুকদার (সদস্য) (৩৩) শ্রী শশীকান্ত মোদক (সদস্য) (৩৪) শ্রী তপন সেনগুপ্ত (সদস্য) (৩৫) শ্রী জয়দেব সামন্ত (সদস্য) (৩৬) শ্রীমতি শিক্তা দাস (সদস্যা) (৩৭) শ্রী অনুপ রায় (সদস্য) (৩৮) শ্রী প্রসেনজিৎ দে (সদস্য) (৩৯) শ্রী রঘুনাথ রায় (সদস্য) (৪০) শ্রী বিজয় রাই (সদস্য) (৪১) শ্রী জ্যোতিষ ভৌমিক (সদস্য) (৪২) শ্রী ভবতোষ দাস (সদস্য) (৪৩) শ্রী স্বপন ঘোষ (সদস্য) (৪৪) শ্রী রথীন্দ্র নাথ মৈত্র (সদস্য) (৪৫) শ্রীমতি পুতুল মৈত্র (সদস্যা) (৪৬) শ্রীমতি অনিমা ভট্টাচার্য (সদস্যা) (৪৭) শ্রী তপন কুমার মিত্র (সদস্য) (৪৮) শ্রী তপন কুমার দাস (সদস্য) (৪৯) শ্রী সমীর সেনগুপ্ত (সদস্য) (৫০) শ্রীমতি তপতী বিশ্বাস চৌধুরী (সদস্যা)।

আমন্ত্রিত সদস্য ও সদস্যা - (১) শ্রী সুনীল সরকার (২) শ্রীমতি ছায়া মুখার্জী (৩) শ্রীমতি সরস্বতী সরকার (৪) শ্রীমতি সুতপা চ্যাটার্জী।

উক্ত কমিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সবশেষে বিদায়ী সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বলেন বিদায়ী পরিচালন কমিটি যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি, আশা করি পরবর্তী পরিচালন কমিটি তা সম্পূর্ণ করবে সম্মেলনে শ্রী গৌতম রায় চৌধুরীর উপস্থাপিত বয়স্ক নাগরিকদের কল্যাণে ভবিষ্যত কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং অশোক রঞ্জন ধর উপস্থিত প্রবীণ প্রবীণাদের বিশেষ পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাব দুইটি উল্লেখ করে অগাষ্ট মাসের মধ্যে সকলের মতামত সংস্থাকে জানানোর জন্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন।

—ঃ স্বাধীনতা এখন ঃ—

মৃণাল দত্ত

খাদান থেকে এলো শবনম
ঝমঝম বৃষ্টি মাথায়
আধভেজা শরীর। বলে,
এখন স্বাধীনতা দিবসে কি ভাবছো?
কুণ্ঠিত স্বরে বলি
স্বাধীন জীবন নেই আমাদের।
এই তো সেদিন ছাত্র কলরবে
কৃষকের রক্তাক্ত লংমার্চে
চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায়
গান হয়েছিল
নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের
ওদের
দু-টাকা কেজির চাল নেই
বি.পি. এল নেই
হাসপাতালে বাড়ন্ত ওষুধ
কুলেখাড়ার জংলি ঔষধি
ওদের রক্ত দিতে পারে না
তাই বলি শবনম
এমন রক্তহীন ফ্যাকাশে স্বাধীনতা দিনে
এসো, সুকান্তর রক্তলেখায় গেয়ে উঠি
যতদিন প্রাণ ততদিন
ততদিন অধিকার আদায়ে
ঘরে বাইরে জারি থাক
অধিকার আদায়ের দুরন্ত মিছিল।

Scanned by CamScanner

- সম্পাদকীয় -

৭৩তম স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে জানাই প্রীতি ও অভিনন্দন। আশা করি সকলে কুশলে আছেন।

সংবাদে প্রকাশ শহরে দুই জোড়া প্রৌঢ় দম্পতি আমদের গর্বের শহরে (নেতাজী নগরে মুখোপাধ্যায় দম্পতি ও নরেন্দ্রপুরে বিশ্বাস দম্পতি) খুন হয়েছেন।

কিছুদিন পূর্বে খুন হয়েছেন আরো তিনজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা। সর্বত্র দুর্বলরাই নির্যাতিত হন সবচেয়ে বেশী। এই নিয়ম মেনেই প্রতিরোধে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আক্রান্ত হচ্ছেন। খাদ্য - বস্ত্র - বাসস্থান এর সাথে প্রবীণদের নিরাপত্তাও এখন জরুরী প্রয়োজন। এই বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্য প্রবীণ নীতি অবিলম্বে নির্ধারণ করাও প্রয়োজন। প্রতিবেশীদেরও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের খোঁজ খবর রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নবীন প্রবীণ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এই ব্যাপারে প্রশাসনিক স্তরে 'প্রণাম' কে এগিয়ে আসার জোড় প্রচার সত্ত্বেও বলা যায় যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে, যা দূর করা প্রয়োজন।

চেন্নাই, কর্ণাটক, কেরালা সহ গোটা দক্ষিণ ভারতে বন্যা পরিস্থিতি গুরুতর অবস্থায় রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে এ পর্যন্ত অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ী ছাড়া। যাদের এই ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানি ঘটেছে তাদের পরিবারকে জানাই সমবেদনা। আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে আপনাদের পাশে আছি ও থাকব।

গত ২৯শে জুলাই খারাপ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতিতে সংস্থার চতুর্দশতম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল। উক্ত সভায় ৫০জনকে নিয়ে সর্বসম্মত ভাবে একটি পরিচালন পর্ষদ গঠিত হয়েছে। আশা রাখা যায় যে, সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন কমিটি প্রবীণদের কল্যাণে এগিয়ে যাবে এই হলো আমাদের আসল কাম্য।

আসুন সবাই মিলে ভাল থাকি।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃবঃ)

২৬সি,দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৭

দূরাভাষঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ - ২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৮টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর.সি. সহায়তা ১০টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য-এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধে ৭টা -৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা - ৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা - ৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্টও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার ৮টা - ৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Scanned by CamScanner

বিজ্ঞপ্তি

সদস্য / সদস্যা ও তাদের নিকটবর্তী আপনজনদের জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি বিষয় সামান্য খরচে প্রবীণবার্তায় ছাপানোর যেতে পারে। বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		সংস্থায় অনুদান (২০১৯-২০)	
১।	শ্রী তপন হালদার	৭/৯৮ শহীদনগর কলকাতা - ৭০০ ০৭৮	৫০০.০০
২।	শ্রী অভি বসু	এফ.-২এফ, বি.এল.-৩, এস. আর. নগর, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫২	৫০০.০০
৩।	শ্রী ধ্রুবনারায়ণ সরকার	৫/৮৯ নেতাজী নগর, কলকাতা - ৭০০ ০৪০	৫০০.০০
৪।	শ্রী অতুল চন্দ্র রজক	৩৩৭, এন. এস. বোস রোড, কলকাতা - ৮৪	৫০০.০০
৫।	শ্রীমতী জয়শ্রী গুপ্ত	এফ/৩ কার্টজুনগর, কলকাতা - ৩২	৫০০.০০
৬।	শ্রী পেলব মুখার্জী	১৬এ, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্স্ট লেন, কলকাতা - ২৬	২০০.০০
৭।	শ্রী অজিত বর্মন	ই-৮১এ, বাঘাযতীন, কলকাতা - ৮৬	২০০.০০
		মোট -	২,৯০০.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

Scanned by CamScanner